ফিরে দেখা

হুমায়ুন আজাদ : দূরন্ত অশ্বারোহী

আকিদুল ইসলাম

আগষ্ট মাস শোকের মাস। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রধান স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মজিবুর রহমানকে এ মাসের ১৫ তারিখে হত্যা করা হয় নৃশংস ভাবে। ১১ আগষ্ট জার্মানির মিউনিখ শহরের এক নির্জন কক্ষে মৃত্যু বরণ করেন দেশের সবচে' সাহসী লেখক হুমায়ূন আজাদ। ১৭ আগষ্ট বাংলা কবিতার আলোকিত রাজপুত্র শামসুর রাহমান নি:সঙ্গ শিরোপা ফেলে চিরকালের জন্যে প্রস্থান করেন। দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোতে শেখ মুজিব এবং শামসুর রাহমানকে নিয়ে লেখালেখি হলেও হুমায়ুন আজাদ এ বছর থেকে গেছেন উপেক্ষিত। মাত্র তিন বছরের মধ্যেই আমরা ভুলতে বসেছি দেশের সবচে' সাহসী লেখককে।

এই বিষন্ন আগষ্টে তার জীবনের শেষ দিনগুলোর অবিস্মরণীয় কিছু অজানা কথা মনে পড়ছে। আক্রান্ত হবার পর চিকিৎসার জন্যে তিনি যতোদিন ব্যাংকক ছিলেন প্রায় প্রতিদিনই কথা হতো আমার সঙ্গে। একদিন বললাম, স্যার, আপনার সম্পর্কে অনেকেরই একটি ভুল ধারনা আছে। সেটি হচ্ছে, আপনি ভীষণ রকমের মুডি। কেউ আপনার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে পারেন না। আপনার সঙ্গে কথা বলতে গেলে অপমানিত হতে হয়। আপনি কাউকে পাত্তা দেন না। তিনি হেসে উঠলেন। খুব শব্দ করে। বললেন, আমার কাছে তো কেউ আসতে চায় না। দূর থেকে ভয় পায়। এতে আমার তো কিছু করার নেই। যারা আমার কাছে এসেছে, আমার সঙ্গে কথা বলেছে তাদের কারোরই আমার সম্পর্কে কোন ভুল ধারনা নেই। আমার সম্পর্কে আরো অজস্র ভুল ধারনা মানুষের রয়েছে। তোমাকে একটি গল্প বলি, আমি তখন পিএইচডি করে দেশে ফিরেছি। কয়েকটি উৎকৃষ্ট বই লিখেছি ভাষাতত্ত্বের ওপর। বিশ্বভারতী থেকে এক পন্ডিত ঢাকায় এসে আমার সম্পর্কে জানতে পেরে দেখা করতে এলেন। আমি দরজা খুললে তিনি বললেন, আমি হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমি বলি, আমিই হুমায়ুন আজাদ। তিনি হেসে ফেললেন। আমি বললাম, আপনি হাসছেন কেন ? সেই পন্ডিত বললেন, আপনার বই পড়ে আমি ভেবেছিলাম আপনার বয়স সত্তর আশি বছর হবে। আপনি তো দেখছি ত্রিশ পঁয়ত্রিশের যুবক।

ব্যাংককে আমি তার একটি দীর্ঘ সাক্ষাতকারও নিয়েছিলাম। অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত 'সোনার বাংলা'তে ওটি ছাপা হয়। সেটিই ছিলো আক্রান্ত হবার পর হুমায়ুন আজাদের প্রথম সাক্ষাতকার। তিনি ওটি ঢাকার কোন কাগজে দিতে নিষেধ করেছিলেন। 'সোনার বাংলা'য় স্যারের সাক্ষাতকারটি ছাপা হওয়ার পর পোষ্ট করে পাঠিয়ে দিলাম বামরুনগ্রাদ হসপিটালের ঠিকানায়। ফোন করে জানতে চাইলাম, কাগজটি পেয়েছেন, স্যার ? তিনি বললেন, অষ্ট্রেলিয়া থেকে এতো ভালো একটি বাঙলা কাগজ বেরোয়, আমার জানাই ছিলো না। তোমরা সম্ভবত মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে টাইপ করে তারপর কোয়ার্ক্সে গিয়ে পেজ সেটাপ করো, এজন্যে যুক্তাক্ষরগুলো ভেঙে গেছে।

তোমরা সরাসরি কোয়ার্ক্সে গিয়ে টাইপ করে দেখো তো, কি হয়। তোমরা বাঙলা কোন প্রোগ্রাম ব্যবহার করো ? আমি বলি, বিজয়। স্যার বললেন, ঢাকায় গিয়ে আমি তোমাদের জন্যে লেখনী পাঠিয়ে দেবো। বই, কাগজের জন্যে এই প্রোগ্রামটি বেশ ভালো।

হুমায়ুন আজাদ জানতে চান অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সম্পর্কে।

আমি বলি, এরা এখানে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল অবিচারের শিকার। গোটা পৃথিবীর মানুষ এদেশে এসে অস্ট্রেলিয়ার মূল স্রোতের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে অথচ এখানের আদিবাসীরা মিশতে পারছে না; আসলে তাদের মিশতে দেয়া হচ্ছে না। আজকের শাসকদের পূর্বপুরুষেরা আদিবাসীদের হত্যা করে তাদের মাংশ দিতো পোষা কুকুরকে। আপনি নিশ্চয়ই ট্রুগানিনি'র কথা শুনেছেন ?

হুমায়ুন আজাদ: হ্যাঁ, ওই আদিবাসী মহিলা তার বয়স ১৭ হবার আগেই শাদাদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছিলেন। চোখের সামনে দেখেছিলেন, মাকে গুলি করে হত্যা করতে; তার সৎ মা অপহৃত হয়েছিলো। তার বোনরাও ছিলো ধর্ষিতা। তিনি সম্ভবত ১৮৭৬ সালে মৃত্যু বরন করেন।

আমি: তিনি ছিলেন তার গোত্রের শেষ মানুষ। এক সময় অস্ট্রেলিয়াতে আদিবাসীদের গণহত্যা করা হয়েছিলো। ২৩ হাজার বছরের পূর্ব পুরুষের বাসভূমিতে এখনো আদিবাসীরা হোমলেস, এখনো নির্যাতিত।

হুমায়ুন আজাদ: অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসীদের সংখ্যা কতো ?

আমি: প্রায় ১১০,০০০ মতো। অস্ট্রেলিয়াতে এখনো আদিবাসীদের নামে বেশ কয়েকটি শহর ও উপশহরের নাম করণ করা আছে; যেমন কিরিবিলি, উলুমুলু, উলংগং, বারবোলোলা, কুন্নাকুল্লা। শাদারা ওগুলোর নাম পরিবর্তন করেনি। এমন কি এদের রাজধানী ক্যানবেরাও একটি আদিবাসী শব্দ। যার অর্থ, স্তনযুগল।

হুমায়ুন আজাদ: অস্ট্রেলিয়ার দ্রুতগামী আদিবাসী মহিলা ক্যাথি ফ্রিম্যান অলিম্পিকে স্বর্ণ বিজয়ের পর এব্রোজিন পতাকা নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলো, দেখেছিলাম টিভিতে। অস্ট্রেলিয়ার ভেতরে কোন প্রতিবাদ নেই?

আমি: এদেশে সরকারী ভাবে একমাত্র আদিবাসীদেরকেই মদ সাপ্লাই দেয়া হয়। বিনামূল্যে। খাবারও দেয়া হয়। ওদেরকে পঙ্গু করে ঘরে বসিয়ে রাখার সব রকম ব্যবস্থা করে রেখেছে শাসকরা। ওরা যাতে কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করতে না পারে, ওরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সে জন্যে ওদের সারাক্ষণ নেশাগ্রস্ত করে রাখা হয়। সত্তর দশকে অস্ট্রেলিয়ান বংশোদ্ভুত জার্মেইন গৃয়ার নামে এক লেখক অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে নির্বাসনে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে হোমলেস ভাবতেন এবং তিনি বলেছিলেন, অস্ট্রেলিয়ান সরকার যতোদিন পর্যন্ত আদিবাসীদের সন্মান ফিরিয়ে না দেবে ততোদিন তিনি অস্ট্রেলিয়ায় ফিরবেন না।

হুমায়ুন আজাদ: তার কোন বই আমি পড়িনি।

আমি: **Femal Eunuch** নামে তাঁর বিখ্যাত একটি বই আছে। বইটি সত্তর দশকে অস্ট্রেলিয়ার নারীবাদী আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলো।

সম্ভবত ৩০ এপ্রিল গভীর রাতে ফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আমার। অস্ট্রেলিয়ায় কেউ কারো বাসায় রাত ১০টার পর সাধারনত ফোন করে না। গভীর রাতে ফোন বাজলে আমরা ধরেই নেই, ওভারসীস কল এবং জরুরী। আমি রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই অন্য প্রান্তর থেকে স্যারের কণ্ঠ ভেসে এলো, সে কণ্ঠে বিষন্নতা। তিনি বললেন, তোমাদের ওখানে এখন গভীর রাত, জানি, তোমাকে খুব জরুরী একটি কাজে ফোন করেছি। আমি বেশ বড়ো ধরনের একটি ঝামেলায় পড়েছি। তিনি থামেন। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে কান পেতে থাকি। বুঝতে পারি, স্যারের

সমস্যাটি বেশ বড়োই। নইলে এতো রাতে তিনি ফোন করতেন না। আমার ভেতরে ভয় জমতে থাকে বরফের মতো। তিনি বলেন, হসপিটাল থেকে আমাকে আগামীকাল ছেড়ে দেয়ার কথা ছিলো, কিন্তু আমার ইন্টারন্যাশনাল ফোন বিলের জন্যে ছাড়ছে না; ওরা বলছে, বিলটি ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে পরিশোধ করতে হবে, বাঙলাদেশ সরকার দেবে না।

আমি: আপনি স্যার দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ?

হুমায়ুন আজাদ: করেছি। ওদের আমি খুব চাপ দিয়েছি। ওরা ঢাকায় যোগাযোগও করেছে, ঢাকা থেকে নাকি জানিয়ে দিয়েছে, ফোনের বিল সরকার দেবে না। আমাকে যখন এখানে ভর্তি করা হয় তখন ওরা বলেনি যে, ফোনের বিল আমাকে দিতে হবে। আমি আমার পরিবারের সঙ্গে কথা বলবো না ? আমার ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে কথা বলবো না ?

আমি: ওরা এখন স্যার সুযোগ নিচ্ছে। চিকিৎসার জন্যে বিদেশে পাঠিয়ে আপনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন থামাতে পেরেছে; ওদের ভয় কেটে গেছে।

হুমায়ুন আজাদ: কিন্তু আমি ফিরে গিয়ে মিডিয়ার কাছে যদি মুখ খুলি তাহলে ওদের অবস্থা কি হবে তা ওরা ভাবছে না। আমি তো চুপ করে থাকবো না।

আমি: ফোনের বিল কতো এসেছে, স্যার ?

হুমায়ুন আজাদ: এক লক্ষ বাথের ওপর। এতো টাকা এখন আমি কোথায় পাবো, বলো। ওরা আমাকে ভীষণ বিপদের ভেতরে ফেলে দিয়েছে। খবরটি শোনার পর থেকে আমি ঘুমুতে পারছি না। ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমুলেও গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। খুবই চিন্তায় পড়েছি।

আমি: আপনি স্যার চিন্তা করবেন না। আমি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে আপনি দূতাবাসকে আরো চাপ দেন। এটা ওদের দায়িত্ব; বিলের কথা আগেই আপনাকে বলে দেয়া ওদের উচিত ছিলো।

পরদিন সকালে ঢাকায় ফোন করে কথাটি আগামী প্রকাশনীর কর্ণধার ওসমান গনিকে জানাই। তিনি বললেন, টাকা আমিও দিতে পারবো; এটা কোন সমস্যা নয়, কিন্তু আমরা দেবো কেন ? এ দায়িত্ব তো সরকারের।

সন্ধ্যায় স্যারকে ফোন করলে তিনি জানালেন, টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তোমাকে টাকা দিতে হবে না। পরে শুনেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি টাকার ব্যবস্থা করেছিলো।

লেখক ঃ সম্পাদক,অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রথম ইন্টারনেট পত্রিকা ‘ বাসভূমি’

E-mail: mail@basbhumi.com